গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সপ্না খাতুন।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন। এইভাবে আসামী আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতো। শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষণ করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি। মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন।

স্থানীয় ও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্বারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।

এবিষয়ে কথা বলতে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভুক্ত) করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের

নির্দেশের কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলানো হবে।

গাংনীতে যুবদল নেতা মনি আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে মনিরুজ্জামান মনি (৩৮) কে একটি অবৈধ ওয়ান শুটারগান অস্ত্রসহ আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা অভিযানের মাধ্যমে তাকে আটক করা হয়।

আটক মনি গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মনিরুজ্জামান মনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালিয়ে বালিভর্তি একটি বালতির ভিতরে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় পরিত্যক্ত একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। পরে ওই অস্ত্রসহ মনিকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আটক মনির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, আটক মনির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা

করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম। মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বলেন, এই মানববন্ধন গাংনীর ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। মিল্টনকে ভালোবেসে আজ আপনারা যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন তা কখনো ভুলবার নয়।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সুমন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু,

উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী।

[redacted]

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

তিনি আরও বলেন, বিএনপির একটাই বলয় বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। দলের সবাই আমার আপনজন, আমার দরজা সবার জন্য খোলা। যারা এখনো দ্বিধায় আছেন, তাদেরও ধানের শীষের পক্ষে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী আমজাদ হোসেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা নাসির উদ্দীন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

শোভাযাত্রাকে ঘিরে গাংনীজুড়ে দিনজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা

কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে। সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।

গাংনীতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।

আজ বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সম্পাদক সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীনসহ বিএনপির নারীনেত্রী এবং বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করেছে সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে। এ আসনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

গাংনীতে মোটরসাইকেল-ট্রলি সংঘর্ষে তিন যুবক আহত

গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামের তিন যুবক আহত হয়েছেন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় নওপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুহিন, ইমন ও সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে করে দ্রুতগতিতে বাজার পার হচ্ছিলেন। এসময় সামনে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে জোরালো ধাক্কা লাগলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

গাংনীতে শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে গোপনে করা ভিডিও ভাইরাল করে ছাত্রী

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ঘটনাকে আরও চাঞ্চল্যকর করে তুলেছেন। প্রধান শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করে ওই শিক্ষককে ‘ফাঁসিয়েছেন’ বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর মেয়েটি নিজেই লাইভে এসে প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার দাবি জানিয়েছে।

ভাইরাল ভিডিও ও লাইভ নাটক

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রী নিজেই তাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের কিছু ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এরপর মেয়েটি প্রকাশ্যে লাইভে এসে ওই প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার কথা জানায়। ছাত্রীর হাসিমাখা চেহারা দেখে অনেকে মনে করছেন, একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সে এই কাজটি করেছেন।

দীর্ঘ চার বছরের সম্পর্ক: দোষ কার?

ছাত্রীটি দাবি করেছে, তাদের সম্পর্কটি দীর্ঘ চার বছরের। সে যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত, তখন থেকেই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এলাকাবাসীরা বলছেন, এই দীর্ঘ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন—এমন একটি সম্পর্কে কেবল পুরুষই এককভাবে দোষী হতে পারে না। উভয় পক্ষেরই এই বিষয়ে সমান দায় রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যদি দুজনের মধ্যেই বিয়ের আগ্রহ থাকত, তবে এমন একটি ব্যক্তিগত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নাটকীয় করে তোলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই ঘটনাটি অন্যান্য সকল নারীর সম্মানহানির কারণ হয়েছে বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে নারীর ‘প্রতারণার ফাঁদ’ নিয়ে

সম্প্রতি নারী কর্তৃক প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগগুলো সমাজের উচ্চ মহল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ঘটনা সেই উদ্বেগকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে কেউই যেন এই ধরনের ফাঁদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এই ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কেন সম্পর্কটিকে সরল পথে না নিয়ে এসে এমন নাটকীয় ও মানহানিকর উপায়ে জনসমক্ষে আনা হলো?

ঘটনাটি বর্তমানে এলাকায় নয়, নেট দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং প্রশাসন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, তা এখন দেখার বিষয় বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

[redacted]

[redacted]